**01-09-2023** প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - দেহ সহ সকলের স্মৃতি ভুলে, বাবা কে, কেমন তিনি, তাঁকে যথার্থ রূপে জেনে নিজেকে বিন্দু নিশ্চয় করে বিন্দু রূপে বাবাকে স্মরণ করো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ জ্ঞান এই সময় বাবার কাছ থেকেই তোমরা প্রাপ্ত করো আর অন্য কেউ দিতে পারে না?

*উত্তরঃ - তোমরা স্ত্রী-পুরুষ একসাথে থেকে গৃহস্থ ব্যবহারের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে করতে পবিত্র থাকো। এই জ্ঞান এখন এই সময়ে শিববাবা তোমাদেরকে প্রদান করেন অন্য কেউ এই জ্ঞান দিতে পারে না। তোমাদের তো ৫ বিকারের দান করতে হবে কিন্তু মুখ্য হল কাম বিকার, যার উপরে সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণ এবং শ্রীমৎ অনুসরণ করে চললেই এই শক্তি সামর্থ্য প্রাপ্ত হয়।

*গীতঃ- দুঃখীদের উপরে দয়া করো...

ওম্ শান্তি । সেই বাবা বসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। কে সেই বাবা? এই কথাটি বাচ্চারা জানে, যাদের সম্মুখে বাবা বসে আছেন। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধির যোগ অসীম জগতের পিতার সঙ্গে যুক্ত আছে। বুদ্ধির যোগ দেহের জগতের পিতার সঙ্গে এখন ছিন্ন করতে হবে। সারা দুনিয়ায় যে সকল আত্মীয় পরিজন আছে, এমনকি এই দেহকে, দুনিয়াকে সবাইকে ভুলতে হবে। শিববাবার এই ডাইরেকশন প্রাপ্ত হয়। বাবা বাচ্চাদেরকে কখনও ভোলেন না। শিববাবা তো বলেন ভক্তি মার্গেও ভক্তদের অর্থাৎ তোমাদের রক্ষা করে এসেছি। কিন্তু ড্রামা অনুসারে বাচ্চারা, তোমাদেরকে ভুলতেই হবে। ভুলিয়ে দেয় মায়া। আমরা হলাম আত্মা - এই কথাটিও রাবণ ভুলিয়ে দেয়। দেহ-অভিমানী বানিয়ে দেয়। এ হল বাচ্চারা তোমাদের পার্ট। এমন নয় যে তোমরা সেখানে শুধু বাবাকে ভুলে যাও; কে তিনি, তিনি যেমন সেই বাবার স্মরণ এবং সুখ প্রদানকারী জ্ঞানকে ভুলে যাও।

এখন তোমরা জানো বাবা কল্পে-কল্পে আসেন। বাবা কেমন - এও বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে। মানুষ তো শিবলিঙ্গের বিশাল চিত্র বানিয়ে দিয়েছে। অন্য সবার চিত্র তো ঠিক আছে। যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের চিত্রও ঠিক আছে, মন্দিরে পূজা অর্চনা হয়। কিন্তু পরম পিতা পরমাত্মার নাম, রূপ, দেশ, কাল যা সত্য আছে, সব ভুলে যায়। চিত্রও ভুলে যায়। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে বোঝানো হয় যে আত্মার রূপ হল বিন্দু। স্টার সম বিন্দু। ভ্রু যুগলের মধ্যিখানে স্থিত। বাচ্চারা জানে - আমরা হলাম আত্মা। শরীরের ভ্রু যুগলের মাঝখানে আমি আত্মার নিবাস। এই কথা তো সবাই মানবে। অতি সূক্ষ্ম বিন্দু সম। এই কথাও জানো পরমপিতা পরমাত্মাও এমন বিন্দু স্বরূপ-ই হবেন। উনি নিজে এসে বোঝান আমিও বিন্দু, কিন্তু মানুষ বিশাল রূপ জ্যোতির্লিংগম বানিয়ে দিয়েছে। যেমন বুদ্ধেরও বিশাল লম্বা চওড়া রূপ বানিয়েছে। পাণ্ডবদের শরীরও ভক্তি মার্গে লম্বা (হাইটেড) বানানো হয়। ভক্তি মার্গে লম্বা (উচ্চতা বিশিষ্ট ) চিত্র হয়। জ্ঞান মার্গে সূক্ষ্ম থাকে। পরমাত্মা বলেন আমি বিন্দু। কোথাও কোথাও বিশাল লিঙ্গ রূপও রাখা হয়। নাহলে বিন্দুর পূজা হবে কীভাবে। পূজা তো নিশ্চয়ই বিশাল রূপেরই হবে তাইনা। তোমাদেরকে এখন বিন্দু রূপের কথা বোঝানো হয়েছে। এই কথা গুলি মানুষ তো বুঝবে না। বাচ্চারা, তোমাদেরও এই বোধ প্রথমে ছিল না। এখন যখন পরিপক্ক অবস্থা হয়েছে তো বুঝেছো এ' তো হল যথার্থ কথা। যদি শুরু থেকে বাবাও বোঝাতেন তো আমরাও বুঝতে পারতাম না কারণ বিন্দু কোনো বস্তু তো নয়। আমরা বিশ্বাস করতাম না। প্রচলিত পরম্পরা ধরে শিবলিঙ্গ বলা হয়, এ' তাহলে কি ? তাই শিববাবা বোঝান যে সে কথাও রং বা ভুল। আমি যে তোমাদের বাবা, আমি বিন্দু। তোমাদেরও হলো বিন্দু রূপ। কিন্তু পূজা ইত্যাদির জন্য বিশাল শিবলিঙ্গ বানিয়েছে। আত্মাদের রূপও শালগ্রাম বানানো হয় কিন্তু অমন তো হয় না। আত্মা এত বড় রূপের তো হতে পারে না। আত্মাকে তো চোখে দেখাও খুব মুশকিল। এইসব গুহ্য বুঝবার মতো কথা। আত্মাও হল বিন্দু স্বরূপ। এত সূক্ষ্ম আত্মায় ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এক সেকেন্ডের মিল নেই অন্য সেকেন্ডের সাথে। ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ ভরা আছে এক একটি সূক্ষ্ম আত্মার মধ্যে। এই হল অনেক বড় প্রাকৃতিক নিয়মের কথা। সম্পূর্ণ পার্ট বিন্দুতে ভরা আছে। ওই নাটকের পার্ট ধারীদের বুদ্ধিতেও সম্পূর্ণ পার্ট থাকে তাইনা। ওই হল ছোট পার্ট, এই ৮৪ জন্মের পার্টও খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং পরে সেসব বোঝানোর জন্য বিশেষ যুক্তি থাকা চাই। এমন সূক্ষ্ম বিন্দু, অতি সূক্ষ্ম, কতখানি শক্তিশালী। তাঁকেই পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। তোমরা আত্মারা তাঁর সঙ্গে যোগ যুক্ত হয়ে মাস্টার সর্বশক্তিমান হও।। মায়ার উপরে জয় লাভ করে অটল, অখন্ড, সুখ-শান্তিময় রাজত্ব ক'রো। এইসব কথা বুঝতে হবে।

এ'হল পড়াশোনা। খুব সহজও। এ'সব বাবাই বোঝাতে পারেন, কোনো মানুষ বোঝাতে পারে না। অবশ্যই এত সূক্ষ্ম জিনিস কিন্তু নাম রেখেছে বিশাল - জ্ঞানের সাগর। তোমরা বলো উনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ, চৈতন্য, সত্য, অবিনাশী। মুখে বলে থাকো কিন্তু বুদ্ধিতে আসে না - উনি কে? গুণগান তো অনেক করে থাকো। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সম্মুখে বসে আছো। পরিচয় প্রাপ্ত করেছো। আত্মারা তো সম্মুখেই আছে। সব আত্মারা হল ব্রাদার্স। কতখানি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দু, চিন্তন করো। মূলবতনের আমরা যে চিত্র বানাই তাতে বিন্দু রূপই দেখানো হয়। যেমন স্টার্স আকাশ তত্ত্বে উপরে রয়েছে, তেমনই মহাতত্ত্বেও আমরা এমন স্টার্স রূপে নিজের নিজের সেকশনে দাঁড়িয়ে থাকবো। বৃক্ষটি ছোট ছোট স্টার্স দিয়ে তৈরি। সেখান থেকে আত্মারা আসে, শরীর ধারণ করে - পার্ট প্লে করার জন্য। কীভাবে নম্বর অনুসারে আত্মারা আসে - এই বিষয়ে বুদ্ধি চলায়মান হওয়া উচিত। প্রত্যেক ধর্মের সেকশন আলাদা থাকবে। শিববাবা দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান। ব্যানিয়ান ট্রির (শিবপুরের বট বৃক্ষের) দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান। হিন্দি ভাষা সর্বত্র চলে, তো বাচ্চাদেরকে হিন্দি ভাষায় বোঝাতে হবে। পরমপিতা পরমাত্মাও হিন্দি ভাষাতেই বোঝান। আজকাল যেখানে-সেখানে এর প্রচার করা হয়। এক ভাষা হওয়া তো অসম্ভব। অনেকে ভাবে পরমপিতা পরমাত্মা তো সব ভাষা জানবেন। কিন্তু এমন হওয়া সম্ভব নয়। অসংখ্য, অনেকনেক ভাষা রয়েছে । সেসব তো শিখতে হয় তবে। পরমপিতা পরমাত্মাকে তো কিছু শিখতে হয় না। উনি কল্প পূর্বে যে ভাষাতে বুঝিয়ে ছিলেন, সেই ভাষাতেই বোঝান। ভাষা তো সবাইকেই পড়তে হয়। বাবাকে কি পড়তে হয় ? তোমরা দেখো শুরু থেকে হিন্দি ভাষা চলে। সবাই হিন্দি শিখতে থাকে। ভারতে হিন্দি ভাষা প্রচলিত। বাবাও হিন্দিতে বোঝান তারপরে প্রত্যেককে নিজের নিজের ভাষায় ট্রান্সলেশন করে অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। বাবা এবং বাবার রচনার পরিচয় সবাইকে বোঝাতে হবে। সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। এই কথাটি সবাই জানবে যে অবশ্যই বাবা এসে গেছেন। বাবা বলেন আমি ভারতেই আসি। ভারত আমার বার্থ প্লেস। শিবের মন্দির, দেবী-দেবতাদের মন্দির এখানেই আছে। দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ভারতেই থাকে। বাবাও আসেন ভারতে। দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা এখানেই করেন। তাই অবশ্যই মন্দিরও এখানেই চাই। অন্যদের এত মন্দির থাকবে না। এখানে তো অনেক মন্দির আছে। ঘরে-ঘরে লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র, রাধে-কৃষ্ণের চিত্র, রাম-সীতার চিত্র রাখে কারণ তারা সবাই ভারতে এসে ঘুরে গেছে। কিন্তু তারা রাজ্য পদ কীভাবে প্রাপ্ত করে - সেই কথাটি ভুলে গেছে। চৈতন্য রূপে রাজত্ব করে গেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন বৈকুন্ঠের মহারাজা-মহারানী। তাদের রাজত্ব কত সময়ের ছিল? সে কথাও জানে। মুখে বলেও থাকে যে, খ্রীষ্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, সুতরাং খ্রীষ্টের ২ হাজার বছর হয়েছে তাইনা। তো যারা এইরকম বলে তাদেরকে এই বিষয়েই বোঝানো উচিত। বলে খ্রাইস্টের ৩ হাজার বছর পূর্বে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল অর্থাৎ স্বর্গ ছিল। এমন নয় যে যীশুখ্রীষ্টও সেই স্বর্গে ছিল। জিজ্ঞাসা করবে খ্রীস্টানরা তখন তাহলে কোথায় ছিল ? অর্থাৎ তাদের আত্মারা কোথায় ছিল? ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ইত্যাদি আত্মারা সবাই কোথায় ছিল? এইসব কথা বোঝানো খুব সহজ। তারা সবাই নির্বাণধাম বা নিরাকারী দুনিয়ায় ছিল। নিরাকারী দুনিয়াও আছে, দুনিয়ায় অবশ্যই অনেক নিবাসী । সব আত্মাদের নিবাস স্থান হল মহাতত্ব রূপী নিরাকারী দুনিয়া। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে এই সময় সব দেবী-দেবতাদের আত্মারা হাজির রয়েছে, তখন শিববাবা আসেন, পুনরায় দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন। এই কথা বুঝতে হবে, যে ধর্ম আসে প্রথমে মাপে খুব ছোট থাকে। ছোট ছোট শাখা প্রশাখা বেরিয়ে যখন সম্পূর্ণ হয় তখন তোমাদের ফাউন্ডেশনও সম্পূর্ণ হয়।

বীজ এবং বৃক্ষের রহস্য বোঝানো তো খুব সহজ। মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষটি হল অনেক ধর্মের। তারা এ'কথা বোঝে যে, যখন এই এই ধর্ম ছিল তো এই এই ধর্ম ছিল না। এখন ছোট-ছোট ধর্ম বেরিয়েছে। এর আগে তো ছিল না, তাইনা। ছোট-ছোট শাখাও তো এখন বেরিয়েছে। এই কথা তোমরা বাচ্চারা জানো, অন্য কেউ জানে না। আত্মা এবং পরমাত্মার বিন্দু রূপকে জানেনা। বাচ্চারা, এখন বাবা এসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন। তোমরা বলো বাবা আমরা আপনার সন্তান। কল্প পূর্বেও আপনার সাথে দেখা হয়েছিল। আপনার সন্তান ছিলাম। সন্তান হয়েছি, বাবার সম্পত্তি প্রাপ্ত করতে। বাবা বলেন তোমরা হলে আমার অর্থাৎ তোমাদেরকে অ্যাডপ্ট করেছি, মুখবংশী হয়েছ। তোমরা সবাই হলে অ্যাডপ্টেড। বাবাও ব্রহ্মা মুখের দ্বারা বলেন - তোমরা আত্মারা হলে আমার (সন্তান)। তোমরা আত্মারাও বলো বাবা, আপনি যে ব্রহ্মার দেহে এসে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, আমরা হলাম আপনার। বাবা বললেই বর্সার সুগন্ধ আসা উচিত। সন্তানরাই তা বলতে পারে। এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ। সন্ন্যাসীদের শিষ্য হয়, তারা পিতা-সন্তান হয় না। বর্সা (সম্পত্তির অধিকার) পিতার কাছে প্রাপ্ত হয়। তারা তো বলবে আমরা গুরুর শরণে আছি। গুরুর কাছে তো সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হবে না। গুরু তো সম্পত্তি ত্যাগ করে জঙ্গলে বাস করেন। ওনারা সম্পত্তি দিতে পারেন না। তারা হলেন নিবৃত্তি মার্গের । শিববাবা তো সম্পত্তি দেন, তাদের কাছে কিছু প্রাপ্তি নেই। জঙ্গলে চলে গেলে তো সন্ন্যাসী বলা হবে। তোমরাও হলে সন্ন্যাসী। তারা হলো হঠযোগী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী অর্থাৎ ৫ বিকারের ত্যাগ করে যে। সুতরাং সেই ত্যাগ তো তোমরা করে থাকো এবং পরে পবিত্র দুনিয়ায় চলে

যাও। তারা ত্যাগ করে কিন্তু পবিত্র দুনিয়ায় যায় না, পতিত দুনিয়ায় থেকে যায়।

তো শিববাবা বোঝান আত্মা অতি সূক্ষ্ম। এত সূক্ষ্ম বস্তুর কত শক্তি, আত্মা হল অবিনাশীও। সেই বাবা এই দেহের দ্বারা বোঝাচ্ছেন, তোমাদের আত্মা বুঝতে পারছে। শিববাবা বলেন আমি তখন আসি যখন কলিযুগের অন্ত হয়। তমোপ্রধান পতিত হয়ে যায়। আমাকে স্মরণও তখন করবে যখন সঙ্গম হবে তখনই আমি আসবো, তখনই বিনাশের চিহ্নও দেখতে পারেন যাবে। তোমরা অবশ্যই তা দেখতে পাবে। এখন তোমরা বোধ প্রাপ্ত করো, সেসব অন্যদেরও দিতে হবে। অবশ্যই এখন হলো কলিযুগের অন্তিম সময়। যাদব, কৌরব, পান্ডবরাও আছে। মহাভারতের যুদ্ধও আছে। অবশ্যই তারা রাজযোগ শিখতো সেই সময় । পাণ্ডবরা বিজয় প্রাপ্ত করে, যাদব-কৌরবের বিনাশ হয়। স্বর্গে তো একটিই ধর্ম থাকে। অনেক ধর্মের বিনাশ ঘটে। এই কথা শিববাবা বসে বোঝান। বাচ্চারা জানে শিববাবার এই রাজযোগের শিক্ষার দ্বারা আমরা যথার্থই সেই দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করি। তোমরা পুরুষার্থ করো যে, আমরা তো নর থেকে নারায়ণ-ই হবো। বাবার ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) অবশ্যই হবো, সিংহাসনাসিন হবো। তারপরে যে যতখানি পুরুষার্থ করবে ততই পদ প্রাপ্ত করবে। পুরুষার্থীরা আড়ালে থাকে না, তারা নেশায় মগ্ন থাকে। সর্ব প্রথমে প্রতিজ্ঞা করে। বাবার জন্মের পরে হয় রাখীবন্ধন উৎসব (রক্ষা বন্ধন)। বাবার পরিচয় প্রাপ্ত করলে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। বাবা বলেন কাম হলো মহাশত্রু। দান তো পাঁচ বিকারের দিতেই হবে কিন্তু সর্ব প্রথম মুখ্য হলো কাম, এর থেকে খুব সাবধান থাকতে হবে। যদি স্ত্রী সাথেও থাকে, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পবিত্র থাকা পরিশ্রমের কাজ। সর্ব শক্তিমান বাবাকে স্মরণ করলে এবং তাঁর শ্রীমৎ অনুসরণ করলে শক্তি প্রাপ্ত হয়। বাবার ফরমান (আদেশ) হলো - একসাথে থেকে, একত্রে থেকে পবিত্র থাকতে হবে। পূর্বে তো স্ত্রী পুরুষ একত্রে বাস করলে আগুন লেগে যেত। শিববাবা বলেন একত্রে থাকো কিন্তু আগুন যেন না লাগে। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

*ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-*

১ ) অন্তর থেকে বাবাকে স্মরণ করে সম্পত্তির খুশীতে থাকতে হবে। সম্পূর্ণ পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

২ ) চিন্তন করতে হবে - "আত্মা কত সূক্ষ্ম এবং তাতে কতখানি অবিনাশী পার্ট ভরা আছে", বিন্দু হয়ে বিন্দু বাবার স্মরণে থাকতে হবে।

*বরদানঃ-* স্ব ইচ্ছা এবং দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা এক দিয়ে পদ্ম গুণ প্রাপ্তকারী চতুরসুজান (শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিধারী/জ্ঞানী) ভব

চতুর সুজন বাচ্চারা মাটি ভরা শুকনো চাল দিয়ে এক এর পরিবর্তে পদ্ম গুণ ভাগ্য বানিয়ে নেয়। শুধু চাল দেয় আর রিটার্নে সর্ব শক্তি, সর্ব খাজানা, ৩৬ প্রকারেরও বেশি ভ্যারাইটি প্রাপ্ত করে। কিন্তু অনেক বাচ্চারা সেসব দেওয়ার সময়েও সুদামার মতন কোচরে লুকিয়ে রাখে। বাবা টান দিয়ে নিয়ে নিতে পারেন কিন্তু সেভাবে নিলে তার রিটার্ন তো অতখানি প্রাপ্ত হবে না, তাই স্ব ইচ্ছা এবং দৃঢ় সংকল্পের দ্বারা এক দিয়ে পদ্ম গুণ নেওয়া - এটাই হলো চতুর হওয়া । এই রূপ দেওয়াতেই কল্যাণ আছে।

*স্লোগানঃ-* সাক্ষী হয়ে ডিট্যাচ থেকে সব খেলাকে যে দেখতে থাকে, সে-ই হলো সাক্ষী-দ্রষ্টা।

এই মাসের সমস্ত মুরলী ( ঈশ্বরীয় মহাবাক্য) নিরাকার পরমাত্মা শিব, ব্রহ্মা মুখকমলের দ্বারা নিজের ব্রহ্মা-বৎসদের অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার এবং কুমারীদের সম্মুখে ১৮-০১-১৯৬৯ -এর পূর্বে উচ্চারণ (শুনিয়েছিলেন) করেছিলেন। এ কেবল ব্রহ্মাকুমারী'জ অধিকৃত টিচার বোনেদের দ্বারা নিয়মিত বি.কে. বিদ্যার্থীদেরকে শোনানোর জন্য।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent

1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;